ইউনিট ৩: শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে দার্শনিক মতবাদ

ভূমিকা

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি নির্ণয় করতে হলে শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক যে সকল তত্ত্ব দিয়েছেন তা পর্যালোচনা করা দরকার। এ জন্য "শিক্ষা দর্শন" নামে বর্তমানকালে বিজ্ঞানসম্মত বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা শিক্ষার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। বর্তমান ইউনিটে শিক্ষার দার্শনিক মতবাদগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে ইউনিটটি নিম্নরূপে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ৩.১ : প্লেটো

পাঠ ৩.২ : এ্যারিস্টটল

পাঠ ৩.৩ : জ্যাঁ জ্যাক রুশো

পাঠ ৩.৪ : জন ডিউই

পাঠ ৩.৫ : সক্রেটিস

পাঠ ৩.৬ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ- ৩.১: প্লেটো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্লেটোর শিক্ষা দর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্লেটোর শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্লেটো (জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭-মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭)

ভাববাদী শিক্ষাবিদ প্লেটো খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ সালে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭ সালে এথেন্সে মৃত্যুবরণ করেন। প্লেটো তাঁর শিক্ষক সক্রেটিস কর্তৃক গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সক্রেটিস কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে আত্ম-সমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির পথ দেখিয়েছে। প্লেটো মনে প্রাণে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং বাস্তবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, চিরাচরিত পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের মতবাদ অপেক্ষা এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত।

প্লেটোর শিক্ষা মতবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বহন করে তাঁর বিখ্যাত প্রজাতন্ত্র এর আইন গ্রন্থদ্বয়। 'প্রজাতন্ত্র' তাঁর জীবনের প্রথমদিকে রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আদর্শ মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। আইনশাস্ত্র সংকলনের কাজ শেষ করতে প্লেটোর অনেক দিন সময় লাগে এবং অনেক পরিশ্রম করে তিনি এই কাজ শেষ করেন। আইনশাস্ত্রে প্লেটো তাঁর রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। প্রজাতন্ত্রে তিনি যে কল্পিত রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে সকলেই পরিমিত জ্ঞানের অধিকারী হবে। কিছুদিন পরেই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন, শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণ তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত ফলাফলের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারবে কি না।

প্লেটো বলেছেন যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি মানসিক প্রশিক্ষণ যেখানে বয়স্ক লোকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা হতে অর্জিত সুন্দর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন করেন এবং সে জ্ঞান পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। তাঁর মতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা শুরু হবে, শিশু যখন কৈশোরে পদার্পণ করবে তখন থেকে। প্লেটোর মতে শিশুর শিক্ষা ও তার সার্বিক উন্নতির দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। ছয় হতে আঠার বৎসরের পর আরও দুই বৎসর কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পড়াশুনা করতে হবে। যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক হবে। বিশ বৎসর বয়সে শিক্ষার্থীগণকে পর পর কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে তাঁদের সামর্থ্য, অভিরুচি ও অনুরাগের স্তর নির্ধারণ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হতো। যারা কৃতকার্যতার সঙ্গে পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হতে পারতো তারা ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেত। যেসব পরীক্ষার্থী তাদের প্রথম দিকের পরীক্ষাগুলোতে অকৃতকার্য হতো তারা সৈনিকের জীবন অথবা শ্রমিকের জীবন বেছে নিতো। পরীক্ষাগুলোতে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদিগকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং পাঁচ বৎসর তারা তাত্ত্বিক বিষয়াদির উপর পড়াশুনা করতো। তাত্ত্বিক বিষয়াদির মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, প্রশাসন, আইন, নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। তাত্ত্বিক বিষয়াদির পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হতো তারা সরকারি আমলাতন্ত্রে

চাকুরি গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করতো। আর যারা কৃতকার্য হতো তারাই দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতো।

প্লেটোর শিক্ষাক্রম দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর মতে, দীর্ঘসময় গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা ব্যতিরেকে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ও উন্নতি সম্ভব নয়। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সঙ্গীত, ব্যায়াম ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান।

সঙ্গীতঃ প্লেটোর মতানুসারে সঙ্গীত মানুষের পবিত্র অনুভূতিসমূহের বিকাশ সাধনের উপযুক্ত মাধ্যম। তিনি মনে করতেন যে, মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিসমূহ, পবিত্র চিন্তাধারা, নিস্পাপ অবলোকন ক্ষমতা প্রভৃতির সঠিক বিকাশ সাধন সংঙ্গীতের ভেতর দিয়েই সম্ভব। কারণ সঙ্গীত মানুষের পবিত্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

ব্যায়ামঃ প্লেটোর মতে গ্রীকদের সুন্দর ও সাবলীল জীবনযাত্রার জন্য যে বিষয়টির প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি সেটি ছিল সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অবস্থিতি। তাঁর পরিকল্পিত ব্যায়ামের কর্মসূচিতে ছিল নাচ, ছান্দিক কার্যাবলি, সামরিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা।

গণিতশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানঃ প্লেটোর মতে গণিতশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হবে ধারাবাহিক জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সাধনে পরিমিত সাহায্য দান এবং প্রকৃতি ও যুক্তির ভেতর বিদ্যমান সম্বন্ধের সঠিক আবিষ্কার। তিনি গণিতশাস্ত্রকে মানুষের নিজের ও তাঁর পরিবেশের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বলাভের নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মোটকথা, শিক্ষাক্রম রচনায় যে সকল বিশ্বাস প্লেটোকে প্রভাবিত করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হচ্ছে–

১. শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়াদির পাঠ মানুষের আত্মোন্নতি ও সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।
২. শিক্ষা হবে চির চলমান প্রক্রিয়া।
৩. শিক্ষা মানুষকে সমাজে মিলেমিশে বাস করার রীতিনীতি শিক্ষা দেবে।
৪. সত্যিকারের শিক্ষা হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পাদিত কাজের সমন্বয়সাধন।
৫. শিক্ষিত মানুষ নিজকে আশানুরূপভাবে পরিচালনা করতে পারে, কারণ তার আচার-ব্যবহার মলিনতামুক্ত।
৬. শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের নিমিত্তে ব্যবহৃত শিক্ষাকে সত্যিকারের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত।
৭. শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে হলে প্রত্যেককে জীবনের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।
৮. মূল্যবোধ, বিজ্ঞতা, কর্তব্যপরায়ণতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি মানবিক গুণের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্লেটো কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
   ক. রুশো
   খ. সক্রেটিস
   গ. এ্যারিস্টটল
   ঘ. জন ডিউই

২. কোন গ্রন্থ প্লেটোর শিক্ষা মতবাদের সাফল্য বহন করে?
   ক. শিক্ষা
   খ. The Social Contract
   গ. রাজনীতি
   ঘ. প্রজাতন্ত্র

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্লেটো গণিত শাস্ত্রকে কী হিসেবে চিহ্নিত করেন?
২. প্লেটোর শিক্ষাক্রমের সঙ্গীত বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত ছিল– তা বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্লেটোর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো কী কী ছিল? বিশ্লেষণ করুন।
২. প্লেটোর পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩.২: এ্যারিস্টটল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এ্যারিস্টটল প্রণীত শিক্ষাক্রমের বিভাগগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- এ্যাটিস্টটলের শিক্ষা সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের বিবরণ দিতে পারবেন।

এ্যারিস্টটল (জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪–মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২)

বিশ্ববরেণ্য শিক্ষা দার্শনিক এ্যারিস্টটল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের অধিবাসী ছিলেন। বাষট্টি বৎসরের জীবনকালে এ্যারিস্টটল তাঁর অন্যান্য কাজের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন বর্তমানেও শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারার উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রমের কাঠামো রচনায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে আজও তা প্রভাব বিস্তার করে আছে।

দার্শনিক চিন্তাধারায় প্লেটোর সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপে এ্যারিস্টটল প্লেটোর পথ অনুসরণ করেন। এ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের হাতে নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথা জোড়ালোভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের গভীর ভালবাসা ও তার বাস্তবায়ন শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই তাঁর লেখা 'রাজনীতি' নামক গ্রন্থের সপ্তম ও দশম খণ্ডে মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন।

শিক্ষায় উদারনীতি অনুসরণকে তিনি মূখ্য হিসেবে স্বীকার করতেন। তিনি শিক্ষাকে মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলি উন্মেষের সঠিক নিয়ামক হিসেবে দেখেছেন। শিক্ষাকে তিনি কখনও শুধু জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে দেখতে চাননি। তাঁর মতে মানুষের নিছক জীবিকা অর্জনের চেয়ে শিক্ষার কর্তব্য ও আদর্শ অনেক বড়। এ্যারিস্টটলের শিক্ষা মতবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা অভাব-অভিযোগ মুক্ত মানুষের জন্যই রচনা করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য যারা জীবনসংগ্রামে লিপ্ত তাঁদের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থার স্থান তাঁর শিক্ষা মতবাদে নেই। তিনি বলেছেন, সকল নাগরিককেই শিক্ষা দিতে হবে। তবে এই শিক্ষার দরজা দাস-দাসীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে না, কারণ তাঁরা নাগরিকদের দলভুক্ত নয়। আধুনিক সাম্যবাদ তাঁর এই মতবাদকে সমর্থন করে না। তাঁর মতে নাগরিকগণ চাকুরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁদের সবচেয়ে বড় কাজ রাষ্ট্রের নিঃস্বার্থ সেবা করা। কাজকে অবসর সময় হতে পৃথক করে রাখতে হবে, কারণ অবসর সময় মানুষ তাঁর সৃজনশীল চিন্তায় ও কাজে ব্যবহার করবে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি সমস্যা ও সমাধান হিসেবে গণ্য করেছেন। ধনী লোকদের ছেলেমেয়েরা গরীব লোকদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে। তাঁর মতে, এই গতিধারা বিত্তশালী ও গরীব নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যের অবসান ঘটাবে। তবে যারা অত্যন্ত গরীব যেমন, ক্রীতদাস-দাসী তাঁদের তিনি শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখতে বলেছেন। কারণ, তাদেরকে তিনি নাগরিক হিসেবে স্বীকার করতে পারেননি।

শিক্ষাবিদ এ্যারিস্টটলের প্রণীত শিক্ষাক্রম চারটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগগুলো ছিল– (ক) পঠন, (খ) লিখন (গ) গান-বাজনা ও (ঘ) খেলাধুলা। তাঁর মতে, পঠন ও লিখন হচ্ছে বাস্তবধর্মী বিষয় যা শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক জীবন যাপনে সাহায্য করে। শরীরবিদ্যার প্রধান কাজ হচ্ছে লিখন ও পঠনের মাধ্যমে যে মানসিকতা সৃষ্টি হয় শরীরের সুস্থতা অটুট রেখে তার আশানুরূপ সদ্ব্যবহার ও উন্নতি সাধন। গান-বাজনার স্থান শিক্ষাঙ্গনের একটি

বিষয় হিসেবে বা বিশেষ অংশ হিসেবে তিনি শিক্ষাঙ্গনে দেখতে চেয়েছেন। গান-বাজনা হতে কী ধরনের জ্ঞান শিক্ষার্থীরা আহরণ করতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি কোন সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁর মতে শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের জন্য গান-বাজনা হতে অবদান পেতে বা উপকৃত হতে পারে ততক্ষণই গান-বাজনাকে শিক্ষাক্রমে রাখার যৌক্তিকতা আছে। যদি কেউ গান-বাজনা শেখার সময় কোন বাদ্যযন্ত্র শেখে এবং তা যদি সে স্বীয় জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে তবে সেটা তাঁর মতে শিক্ষাবিরোধী কাজ এবং গান-বাজনাকে শিক্ষাক্রমে রাখার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা নেই। কারণ তিনি শিক্ষাকে শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এ্যারিস্টটলের মতে, শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য এবং জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হবে সুখ আহরণ। তাঁর মতে সুখ হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের আশানুরূপ উন্নতি, বুদ্ধিমত্তার উপরিপূর্ণ বিকাশ, স্বাস্থ্যের অটুটতা সংরক্ষণ, সময়ের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি। মানবীয় গুণাবলি, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের মাধ্যমে সুখ আহরণ করা যায় বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার্থীগণ মানবীয় গুণাবলি অর্জনের পর বাস্তব জীবনে সে সবের সদ্ব্যবহার করবে এমন কোন যুক্তি পোষণ করা চলে না। তাঁদেরকে এসব গুণাবলি অনুশীলন করতে হবে যতক্ষণ না সেগুলো তাঁদের স্থায়ী অভ্যাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গড়ে ওঠে। এরপরই শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয় এবং তাঁরা সুখের অধিকারী হয়। এ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, নাগরিকরা তাঁদের করণীয় কাজ নিজেরাই বেছে নেবে এবং তাঁদের এই বাছাই করার ক্ষমতার পেছনে যে শক্তি সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে শৈশবে গড়ে ওঠা অনেকগুলো অভ্যাসের সম্মিলিত রূপ।

উপরে প্রদত্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ্যারিস্টটল একজন বাস্তববাদী শিক্ষা-দার্শনিক। জ্ঞানের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও প্রয়োগ করার আদর্শই তাঁর দার্শনিক অবদান। এ্যারিস্টটল তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় যে দার্শনিক মতবাদের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হচ্ছে–

১. অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস। এই অভিজ্ঞতা এতই বাস্তব যে, একে আমরা পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝতে ও জানতে পারি, এটি কেবল নিছক অভ্যাস নয়।
২. দর্শনে অথবা ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানের যৌক্তিক জ্ঞান লাভ করা যায়।
৩. আধ্যাত্ম দর্শনই প্রাথমিক দর্শন। আধ্যাত্মদর্শনের কাজ হচ্ছে সত্তার পূর্ণরূপ নির্ণয় করা। সত্তা কী, নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা স্রষ্টার স্বরূপ কী, এসব প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কারই আধ্যাত্ম দর্শনের কাজ।
৪. সত্তার দশটি আলাদা রূপ আছে। যে কোন বস্তুই তার অস্তিত্বের জন্য এই দশটির যে কোন একটি বা একাধিকে বিরাজমান থাকে। এই রূপগুলো হচ্ছে– দ্রব্য, পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, স্থান, কাল, অবস্থান, বিকার, ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তা।
৫. জ্ঞানের বিশাল ও ব্যাপক ক্ষেত্রকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব যেমন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. এ্যারিস্টটল শিক্ষাকে কীসের নিয়ামক হিসাবে দেখেছেন?
   ক. ব্যক্তিগত গুণাবলি উন্মেষের সঠিক নিয়ামক
   খ. প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা উন্মেষের সঠিক নিয়ামক
   গ. সামাজিক আচার উন্মেষের সঠিক নিয়ামক
   ঘ. ধর্মীয় জ্ঞান আচার উন্মেষের সঠিখ নিয়ামক

২. এ্যারিস্টটল প্রণীত শিক্ষাক্রমকে কয়ভাগে বিভক্ত করেছিলেন?
   ক. তিনটি
   খ. চারটি
   গ. দুইটি
   ঘ. পাঁচটি

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. এ্যারিস্টটল প্রণীত শিক্ষাক্রমের বিভাগগুলো কী কী?
২. "শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য ও জীবনের সবেচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হবে সুখ আহরণ"– ব্যাখ্যা করুন।
৩. সত্তার রূপ দশটি কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. এ্যারিস্টটলের শিক্ষা দর্শনের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৩.৩: জ্যাঁ জ্যাক রুশো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রুশোর শিক্ষানীতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রকৃতিবাদের মৌলিক তত্ত্বটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- রুশোর প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো

জ্যাঁ জ্যাক রুশোকে ফরাসী বিপ্লবের নায়ক বলা হয়। তাঁর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উদার বাণী নিপীড়ন জন-মানবে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করে। রুশো জেনেভার এক সুন্দর ছোট শহরে ১৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালেই মাকে হারিয়ে এক আত্মীয়ার স্নেহে মানুষ হন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ঘড়ির কারিগর। নিয়মিত শিক্ষার কোন সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তিনি কিছুকাল একজন খোদাইকারের কাছে শিক্ষানবীশ ছিলেন। রুশোর রচনাবলি সে যুগে জনসমাজে প্রবলভাবে আলোচিত হয় ও লেখক রুশো চিন্তানায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রুশোর শিক্ষা চিন্তার প্রাথমিক পরিচয় মেলে Julie or the New Heloise (1761) গ্রন্থে। The Social Contract (1762) তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত রচনা। এখানে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। রাজাদের জন্মগত অধিকার অস্বীকার করে তিনি বলেন শাসনকর্তা হবেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। সমাজবদ্ধ মানুষের বিকাশের জন্য সমাজ সৃষ্টি। তিনি বলেন Man in born free and every where he is in chains.

রুশোর রূপ

প্রকৃতিবাদী শিক্ষা

রুশোর শিক্ষানীতিকে প্রকৃতিবাদী বলা হয। তাঁর মতে বয়স্ক লোক যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা বয়স্কদের প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়। রুশোর মতে শিশুর বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শিশু পিতা-মাতা বা শিক্ষকদের নিকট হতে যে শিক্ষা লাভ করে তা সম্পূর্ণ নয় বরং ভেজালপূর্ণ। শিশুর আসল শিক্ষা লাভের ক্ষেত্র হলো প্রকৃতি। তাঁর মতে "Nature is the best teacher". শিশু প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ায় সর্বাঙ্গীন বিকাশের মাধ্যমে আসল শিক্ষা লাভ করবে। প্রকৃতির দরবার হতে শিশু হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করবে। রুশো শিশুকে সব রকম বন্ধন হতে মুক্ত রাখতে চাইলেন। শিশুকে বেশি জামা-কাপড় পড়ানো চলবে না। প্রয়োজন মত ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে খুশীমত ছুটাছুটি করবে। স্বাভাবিক চলাফেরা করবে। কোনরূপ অভ্যাসের দাস হয়ে উঠবে না।

রুশোর প্রকৃতিবাদের মৌলিক তত্ত্ব

সৃষ্টিকর্তার হাত হতে যা প্রথমে আসে তা তখন পবিত্র থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে সব কিছুই বিকৃত হয়ে যায়। রুশোর মতে জগতই একমাত্র বই, প্রকৃতিই একমাত্র শিক্ষক ও তথ্যই একমাত্র শিক্ষা। এই তিনটির একত্রে সমন্বয় না হলে শিক্ষা থেকে যায় কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। রুশো ক্রমবিকাশের নীতিতে বিশ্বাসী। শিশু মনের ক্রমবিকাশ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রুশোর মতে শহর হলো মানব জাতির গোরস্থান। শিশুর শিক্ষা

হবে বাধা বন্ধনহীন। শিশু প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠবে আর এই পরিবেশ একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই পাওয়া যায়।

নেতিবাচক শিক্ষা

প্রকৃতিবাদী শিক্ষার ওপর জোর দেবার ফলে নেতিবাচক শিক্ষার আবির্ভাব। নেতিবাচক শিক্ষা হলো যা গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে, অর্থাৎ যে শিক্ষা বই পুস্তকের শিক্ষা নয়। শিশু জন্মগতভাবে যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে প্রকৃতি স্বভাবতই অসৎ। এই অসৎ আদি প্রকৃতিকে নির্মূল করে আদর্শ প্রকৃতি স্থাপন করা হবে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষার মূখ্য কাজ। কিন্তু রুশো এই ধারণা মোটেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, শিশুর আদিম প্রকৃতি অসৎ নয়। বরং সে প্রকৃতি অতি পুতপবিত্র এবং পূর্ণভাবে সৎ। অতএব শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা। নেতিবাচক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ সাধন করা। সমাজ বিমুক্ত স্বাধীন প্রকৃতির মধ্যে মনের বিকাশ সাধন ও নিজের উপলব্ধি হতে সত্য শিক্ষা লাভ।

প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব

শিশু কাজ করে, দেখে, ঠেকে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিখবে। তাঁর নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না। প্রকৃতিই একমাত্র তাঁর শিক্ষক। রুশোর এই তত্ত্বটির নাম প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব। শিশুর ভালমন্দ কাজের পুরস্কার মানুষ দিবে না, দিবে প্রকৃতি। সমস্ত কাজের স্বাভাবিক ফলাফল আছে। শিশু কোন কাজটি ভাল, কোনটি মন্দ তা উপলব্ধি করবে। এটিই প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব।

রুশোর শিক্ষানীতি

১. শিশুর শিক্ষা প্রকৃতি অনুযায়ী হবে। প্রকৃতি অর্থ হলো শিশুর স্বভাবজাত ক্ষমতা, রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা।
২. শিক্ষা হলো শিশুর সহজ বিকাশ, বাহির হতে তাঁর বিকাশে বাধা সৃষ্টি কাম্য নয়।
৩. শিক্ষার অর্থ জ্ঞান অর্জন নয়; শিশুর স্বভাবজাত শক্তিগুলোর পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধন।
৪. পিতা-মাতা বা বয়স্কদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হবে না, শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ি শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে।
৫. প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তির ক্ষেত্রে শিশুতে শিশুতে যে তফাৎ তা বিবেচনা করে শিক্ষানীতি প্রণীত হবে।
৬. শিশুর সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা বিশেষ শিক্ষার অঙ্গ।
৭. শিক্ষা আসবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।
৮. শিক্ষকের কাজ অন্তরাল থেকে শিশুকে সাহায্য করা।

রুশোর শিক্ষানীতির স্তরভেদ

রুশো শিক্ষার্থীর জীবনকে শৈশব হতে পরিণত বয়স পর্যন্ত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা–

প্রথম স্তরঃ জন্ম হতে পাঁচ বছর

প্রথম স্তরের পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য হবে কী করে শিশুকে সুস্থ সবল ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা যায়। এই বয়সে পিতা স্বাভাবিক শিক্ষক ও মাতা ধাত্রী। রুশো প্রথম হতেই প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর স্বভাব অনুযায়ী বিকাশের পক্ষপাতি। শিশুকে সব রকম কৃত্রিমতা হতে দূরে রাখতে হবে। এই বয়সে শিশু সব রকম স্বাধীনতা ভোগ করবে। কোন শাসনের কড়াকড়ি থাকবে না। শিশু উন্মুক্ত আলো-বাতাসে খেলবে। খেলার সামগ্রী হবে অতি সাধারণ, প্রকৃতি হতে সংগ্রহ করা। যেমন, গাছের, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি। এই স্তরে সে কথা বলা শিখবে। তাঁর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে হবে। এই স্বরের শিক্ষা মূলত দৈহিক। কোন রূপ পুস্তকের বোঝা তাঁর ওপর চাপানো

যাবে না বা উপদেশ দেয়া হবে না। আর দেহ হবে সবল, সুষ্ঠু, কর্মঠ, সে হবে সাহসী ও বুদ্ধি হবে অধিকৃত ও পুষ্ট।

দ্বিতীয় স্তরঃ পাঁচ হতে বার বছর

এই বয়স মানব জীবনের সবচেয়ে জটিল সংকটের সময়। এই সময়ে শিশুকে নেতিবাচক শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। রুশোর মতে, শিশুর মানসিক গঠনের জন্য কোন শিক্ষার দরকার নেই। কীভাবে পড়বে তাও শিক্ষার প্রয়োজন নেই। খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে প্রকৃতির নিকট হতে সে বাস্তব শিক্ষা লাভ করবে। শিশুরা অত্যন্ত চঞ্চল ও কৌতূহলময়। শিশু তাঁর কৃতকর্মের ফলাফলের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করবে। এই সময় কিছু কিছু শিক্ষা শুরু হয়। যেমন– পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি হতে বর্ণ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি শিখবে। রুশো বলেন পূর্ব হতেই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকে জানিয়ে দেয়া চলবে না। শিক্ষা গড়ে তুলতে হলে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ শিশু শিক্ষাকে অনুসরণ করবে না, শিক্ষাই শিশুকে অনুসরণ করবে।

তৃতীয় স্তরঃ বার থেকে পনের বছর

এই সময়কে শিশুর ইতিবাচক শিক্ষার যুগ বলা হয়। এই বয়সেই শ্রম, নির্দেশ পড়া ও অবলোকনের দ্বারা জ্ঞার্নাজনের সময়। রুশো বলেন, শিশু পরিপূর্ণ মানুষ নয়, সে পূর্ণ মানবের সফল সংস্করণ মাত্র। শিশু যেন নিজের ইচ্ছায় বিবিধ বিষয় শিক্ষা করে। শিশু যাতে শিখতে আগ্রহী হয় সে জন্য তাঁকে বুঝে শিক্ষককে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই পর্বে একটি মাত্র পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট তা হচ্ছে রবিনসন ক্রুশো।

চতুর্থ স্তরঃ পনের হতে কুড়ি বছর

মনোবিজ্ঞানীদের মতে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্ন মানব জীবনে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম তিনটি স্তরের উদ্দেশ্য ছিল শিশুর আত্মবিকাশ। আর এই স্তরে শিশুর অনুভূতি, সমাজবোধ ও নীতিজ্ঞান বিকাশ লাভ করবে। মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজে বাস করে, মানুষের সাথে মিলেমিশে তাদের সুখ-দুঃখের সাথে জড়িত হয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিখবে।

নারী শিক্ষা

মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ জানা যায় এমিল ১৭৬২ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে। এমিল নামক একটি শিশুর জন্ম হতে যৌবন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশদরূপে পুস্তকটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই বইটিতে শিক্ষার তিনটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দেবার কথা বলা হয়েছে, যথা– প্রাকৃতিক ও নেতিবাচক শিক্ষা, সামাজিক বা নৈতিক শিক্ষা এবং নাগরিক বা রাজনৈতিক শিক্ষা। এতে সোফির শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করে নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রুশোর মতে সংস্কৃতিবান নারী তার স্বামী, সন্তান, পরিবার তথা সকলের জন্য অলংকার। স্বামীকে সুখী রাখার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন তা জানা ও সন্তান পালনের উপযুক্ত ধাত্রী বিদ্যা অর্জন করাই হবে মেয়েদের শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "Nature is the best teacher"-এটি কার মতবাদ।
   ক. জ্যাঁ জ্যাক রুশো
   খ. এ্যারিস্টটল
   গ. প্লেটো
   ঘ. সক্রেটিস

২. রুশোর শিক্ষার্থীদের কী বলা হয়?
   ক. জড়বাদী
   খ. প্রকৃতিবাদী
   গ. সমাজবাদী
   ঘ. নারীবাদী

৩. "প্রাকৃতিক ফলাফল" তত্ত্বের জনক কে?
   ক. এ্যারিস্টটল
   খ. প্লেটো
   গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   ঘ. জ্যাঁ জ্যাক রুশো

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নৈতিবাচক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
২. রুশো শিক্ষানীতিকে কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন।
৩. নারী শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর বক্তব্য কি ছিল– আলোচনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. রুশোর শিক্ষানীতি বর্ণনা করুন।
২. রুশোর প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৩. রুশোর শিক্ষানীতির স্তরগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩.৪: জন ডিউই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জন ডিউই-এর শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জন ডিউই-এর শিক্ষা মতবাদটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জন ডিউই-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

জন ডিউই

জন ডিউই একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী। শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয়তা তত্ত্ব বা প্রয়োগবাদ মতবাদ এর প্রবক্তা হিসেবে জন ডিউই সারা বিশ্বে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের আসন লাভ করেন। জন ডিউই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড প্রদেশের অর্ন্তগত ভারমন্ট নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৯ সালে ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও এক বছর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও হপবিমস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেড ডিগ্রি লাভ করে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। জন ডিউই তার নিজ প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ১৮৯৬ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে Labratory School নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ সালে তিনি শিক্ষা পরিচালক নিযুক্ত হন ও দুই বছর এখানে কাজ করেন। ১৯০৪ হতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এই মহান শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত দার্শনিক ১৯৫২ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জন ডিউই একজন উচ্চ পর্যায়ের লেখক ছিলেন। তিনি প্রায় ৪৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে The Pedogogic Creed. The School & Society, Democracy & Education. How We Think, The School & the Child, Schools of Tomorrow & Education Today অন্যতম।

শিক্ষা মতবাদ

ডিউই ছিলেন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ডিউই এর মতে সত্য কখনও স্থির সনাতন হতে পারে না। সত্য হবে মানুষের আনন্দ বেদনা নানাবিধ সমস্যার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। ডিউই এর দার্শনিক মতবাদকে বলা হয় ফলবাদী বা সামষ্টিক মতবাদ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন তার মানে নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। কিন্তু আচার-আচরণ ও বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এইগুলির উদ্রেক ও উপলব্ধি না হলে এসব গুণের কোন স্থানই মানব মনে থাকে না। শিক্ষা মানুষকে সমাজে বাস করার উপযোগী করে তোলে। শিক্ষা মানুষকে সামাজিক জীবরূপে গড়ে তোলে এবং শিক্ষার্থীর আদর্শ, চিন্তাধারা, সামাজিক পরিস্থিতি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্ব হয়ে ওঠে। শিক্ষা উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী তাঁর সামাজিক ভাবধারা ও আদর্শের সাথে পরিচিত হবে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সমাজের কল্যাণ সাধন করবে। ডিউই এর মতে শিক্ষার ৩টি উদ্দেশ্য। যথা–

১. সহজাত ব্যক্তিত্বের বিকাশ;
২. সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন এবং
৩. ব্যক্তিগতভাবে মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন।

ডিউই বলেন শিক্ষা হবে বাস্তবভিত্তিক। অযথা তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা শিশু শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করা সংগত নয়। ডিউই বিশ্বাস করেন যে, বাস্তব কাজের মধ্যেই শিশু নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। তাঁকে এমন কাজে নিয়োগ করতে হবে যেন কাজের মাধ্যমেই বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে কাজ করার সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে ও তা নিজেই সমাধান করবে। গঠনমূলক কাজ করার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা থাকলে শিশু কাজ করে আনন্দ পায়, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ জাগে। ডিউই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় মনের বিবর্তনের সঙ্গে পাঠ্যসূচির সঙ্গতি বিধানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার কালকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা চলে।

খেলা ও পরিবেশ পরিচয় (Play and Environment): এটি চলে ৩ হতে ৮ বছর পর্যন্ত। এই স্তরে সামাজিক জীবন সরল। এই সময় শিশু বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হয় ও অনুশীলন কেন্দ্র হয় গৃহ।

স্বতঃ মনোযোগের কাল (Spontanious Attention): এই সময় হচ্ছে ৮ হতে ১২ বছর বয়স। এই সময় শিশু বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করে।

চিন্তামূলক মনোযোগের কাল (Reflective Attention): বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিন্তাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হবে। সে সব জিনিস বিস্তৃতভাবে শিখতে ও পাঠ তালিকার সমাবেশ করতে পারবে।

ডিউই এর মতে শিক্ষা হবে উদ্দেশ্যমূলক। তাঁর মতে, "Education the refree is a process of living, not a preparation for future living". ডিউই এর মতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকরা শিশুদের রুচি, বৃদ্ধি প্রবণতা, নির্ধারণ করে উপযুক্ত পরিবেশ কাজে আগ্রহী করে তুলবে। সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। অশুভ প্রবৃদ্ধির গতিপথ পরিবর্তন করবে।

শিক্ষার প্রয়োগবাদ নীতি

জন ডিউইকে বাস্তববাদী শিক্ষার জনক বলা হয়। তিনি বলেন, সত্য আহরণ করতে গেলে ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা ধারণাগুলি দ্বারা সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। ফলে নতুন জ্ঞান আহরণ প্রয়োজন হয়। আবার কোন কাজ হঠাৎ বিঘ্নিত হলে তা সমাধানের জন্য ব্যক্তি সম্ভাব্য উপায় চিন্তা করে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটি সমাধান বেছে নেন। একে বলে প্রকল্প। এখন এটি কার্যকরী সমাধান কি না তা সমস্যা সমাধানে বা পরীক্ষার জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। একে বলে পরীক্ষণ। যদি উপায়টি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় তবে নতুন ধারণা গ্রহণ করে বাস্তবে তার প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষা পদ্ধতি

ডিউই এর শিক্ষার বাস্তব রূপ হচ্ছে প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method). শিক্ষক ছাত্রদের সামনে এমন সমস্যার সৃষ্টি করবে যেন ছাত্ররা মনে করে এটি তাঁদের নিজস্ব সমস্যা। সমস্যাটি সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা কাজের পরিকল্পনা করবে। এক একটি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে ও পরিকল্পনামত কাজ শেষ করবে। অতঃপর সকলে কাজের সমাধানের পর্যালোচনা করে সমীক্ষা করবে। ডিউই এর মতে কাজের পরিকল্পনা হতে শেষ পর্যন্ত এর স্তরসমূহ হচ্ছে–

১. সমস্যার উত্থাপন।
২. সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তন।
৩. সমস্যার সমাধানের পর সাধারণ সূত্র গঠন।
৪. সূত্র পরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের মাধ্যমে শিশুরা অনেক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কৌশল আয়ত্ত করবে এবং অনেক মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "The School and the child" বইয়ের লেখক কে?
ক. হেনরী কিসিঞ্জার
খ. এ্যারিস্টটল
গ. সক্রেটিস
ঘ. জন পিউই

২. 'বাস্তববাদী শিক্ষা'র জনক কে?
ক. এ্যারিস্টটল
খ. সক্রেটিস
গ. জন ডিউই
ঘ. প্লেটোর

৩. জন ডিউই'র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জন ডিউই-এর কাজের পরিকল্পনার স্তরগুলো উল্লেখ করুন।
২. জন ডিউই-এর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কয়টি? কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জন ডিউই-এর শিক্ষা মতাবাদটি ব্যাখ্যা করুন।
২. জন ডিউই-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩.৫ সক্রেটিস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সক্রেটিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন।
- সক্রেটিসের শিক্ষা দর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।

সক্রেটিস (জন্ম খ্রীষ্টপূর্বক ৪৬৯-মৃত্যু খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯)

সক্রেটিস মানুষের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে চিন্তা-নিমগ্ন একজন নীতিবিদ। বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা-দার্শনিক সক্রেটিস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৯ সালে এথেন্সে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে এথেন্সেই মৃত্যুবরণ করেন। যুক্তিসিদ্ধ মতবাদের প্রবর্তক হিসেবে সক্রেটিসের নাম শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি মানুষকে সামান্য ব্যক্তি হিসেবে মনে না করে মানব জাতির সামগ্রিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। তাঁর মতে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা তাঁর সম্বন্ধে সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। কারণ তিনি মনে করতেন যে, জ্ঞান সকলের জন্যই সমান। তার্কিক পণ্ডিতগণ যাকে জ্ঞান বলে চিহ্নিত করতেন, সক্রেটিস তাকে শুধু অনুমান বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ যখন চিন্তা করে তখন সে সত্যের একটি দিকই দেখে এবং তাঁর এই দেখা অন্য যে কোন একজনের দেখা থেকে পৃথক হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে শুধু সকলের স্বীকৃত প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে মানুষ যদি তাঁর জীবন সংগ্রামের দিক ঠিক করতো তবে সে সর্বজনীন জ্ঞানের অধিকারী হতে পারতো। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, দার্শনিক ও শিক্ষক একইভাবে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। তিনি যেসব মানুষের সংস্পর্শে আসতেন তাঁদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করতেন।

যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে কোন কিছু শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। দার্শনিক শিক্ষাবিদ সক্রেটিস এই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষকে তাঁর বিশ্বাসের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং কতকগুলো সুচতুর প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর চিন্তাশক্তির বিকাশে সাহায্য করতেন যাতে তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু গ্রহণ করতে না হয়। এইভাবে তিনি মানুষকে বোঝাতে সাহায্য করতেন যে, তাঁর প্রথম বক্তব্য শুধু অনুমান এবং সর্বজনীন সত্যের একটি উক্তি মাত্র। অনুমানকে সত্যে পরিণত করতে হলে অনেক যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিতে হয়।

উল্লিখিত সাধারণ আলোচনা সক্রেটিসের শিক্ষা-দর্শনের ইঙ্গিত দিলেও শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত রেখে গেছেন তাই তাঁকে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত করেছে। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. সার্বিক জ্ঞানার্জন অর্থাৎ সার্বিক ধারণা গঠন শিক্ষা-দর্শনের মূল কথা। সার্বিক জ্ঞানের মাধ্যমেই আসে বস্তু বিশেষের জ্ঞান, যেমন– মানুষ মরণশীল।
২. জ্ঞানই ধর্ম। প্রত্যেক স্বাধীন কাজের পূর্বে আসে জ্ঞান। আত্মজ্ঞান বা নিজেকে জানাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। অজ্ঞতা হতে সমস্ত অন্যায়ের উৎপত্তি। কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞানার্জন।
৩. জ্ঞানের প্রধান উৎস প্রজ্ঞা বা বোধ। বস্তুর বস্তুগত সত্যতা নির্ধারণের মাধ্যম হচ্ছে প্রজ্ঞা।

৪. নৈতিক জ্ঞান জীবনের অমূল্য সম্পদ। অন্যসব জ্ঞান নৈতিক জ্ঞানের অধীন।
৫. শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে সুপ্ত ক্ষমতার বা সামর্থ্যের বিকাশ, জ্ঞানের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘঠানো।
৬. জ্ঞান পূণ্যের শর্ত। জ্ঞানকে শিক্ষা দেওয়া চলে, অতএব, পূণ্যকেও শিক্ষা দেওয়া চলে। অর্থাৎ পূণ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব।
৭. শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্য আবিষ্কার ও মিথ্যা পরিহার।
৮. শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
৯. 'আত্মা অমর'– এ সত্য বোঝার ক্ষমতা মানুষের আহরণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যুক্তিসিদ্ধ মতবাদের প্রবর্তক কে?
   ক. সক্রেটিস
   খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. জন ডিউই
   ঘ. প্লেটো

২. তার্কিক পণ্ডিতগণ যাকে জ্ঞান বলে চিহ্নিত করতে সক্রেটিস তাকে বলতেন–
   ক. অনুধাবন
   খ. অনুমান
   গ. বিশ্লেষণ
   ঘ. সংশ্লেষণ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞান সম্পর্কে সক্রেটিসের উপলব্ধি কী ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সক্রেটিসের শিক্ষা দর্শন বর্ণনা করুন।
২. "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সত্য আবিষ্কার ও মিথ্যা পরিহার"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৩.৬ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের নাম। আধুনিক বিশ্বের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর মাধ্যমে বঙ্গ ভারতীয় প্রতিভা বিশ্বে পরিচিত ও সমাদৃত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি, কালিদাস, গ্রীক সাহিত্যে হোমার, ইতালীতে দান্তে, জার্মানীতে গেটে, রাশিয়াতে টলস্টয় প্রমুখের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ধ্রুবতারা বিশেষ। তিনি শুধু কবি সাহিত্যিক নন বরং একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদও বটে।

রবীন্দ্রনাথের আগমনের পূর্বেই দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেঁনেসা এসেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ আন্দোলন দানা বাধা শুরু করেছিল। নব নব চিন্তার সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে উঠল। রাজা রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নির্বাসিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চার্চ শুরু হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবারে বাংলা ১২৬৮ সনের ২৫ শে বৈশাখ এবং ইংরেজি ১৮৬১ সালের ৮ই মে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন এই পরিবারের সমস্ত সুখ্যাতির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন বাংলাদেশের আদি ব্রহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। শৈশবাবস্থায় ভুত্যের নিকট গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ন ও মহাভারত আয়ত্ত করেছিলেন। চার বছর বয়সে পড়াশুনায় তাঁর হাতে খড়ি এবং আট বছর বয়সে নর্মাল স্কুলের ছাত্র। কিন্তু বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁকে বেশি দিন বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি বোলপুর হয়ে হিমালয়ে যাবার সময় পিতার নিকট হতে সংস্কৃত ও ব্যাকরণ শিখেন। অতঃপর তিনি বিলেত গমন করেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য। গীতাঞ্জলি রচনা করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি দেয়। তিনি একাধারে কবিগুরু ও শিক্ষাগুরু। মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব পর্যন্ত সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি বঙ্গ ভারতে ইংরেজ শাসনের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯৪১ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁর মতে শিক্ষা একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া। বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখায় যথার্থ শিক্ষা। তাঁর মতে সুশিক্ষা মানুষকে অভিভূত করে না। তা মানুষকে মুক্তিদান করে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে চিত্তের যোগ নয়। সম্পূর্ণ যোগ কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। অতএব আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। শিশুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর শ্রদ্ধা ও পরম স্নেহের পাত্র রূপে দেখেছেন। তাই তিনি শিশুর স্বাধীনতা খর্ব না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন। তিনি শিশুকে বই পত্রে আবদ্ধ না রেখে মনন শক্তি বাড়িয়ে ইন্দ্রিয়ের তৎপরতা দ্বারা কর্মশক্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে

চেয়েছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান শিখিয়ে তাঁদের জীবনকে সরস, সজীব ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও শিক্ষক। কবি হিসেবে তিনি নতুন চিন্তা ও দর্শনের প্রবর্তক। শিক্ষক হিসেবে নিজস্ব দর্শনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যবস্থাও করেছেন। বরীন্দ্রনাথের শিশু, শিশু ভোলানাথ ইত্যাদি কাব্যগুন্থের মধ্যে শিশু মন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শিশুকাল হতেই শিশুমন কল্পনা প্রবণ, তার বড় হবার সাধ বেশি। সে জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুদের কৃত্রিম করে গড়ে তোলার বিরোধী ছিলেন। শিশুরা খেলা ভালবাসে, ছড়া ভালবাসে। রবীন্দ্রনাথ তাই শিশুদের উপযোগী ছড়া রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে নিজ শিশু পুত্রের শিক্ষারম্ভের প্রাক্কালে শিশুকে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমের মধ্যে ছাত্রদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। বরং তিনি তাদের দেশ-বিদেশের কাহিনী শুনিয়ে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁদের জীবন যাত্রা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে উৎসুক করে পরের সেবা ও সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী করেছিলেন। তিনি ছাত্রদের পুঁথিপত্রের, শাসনের ভীতির মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের চারপাশের প্রবৃত্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী করে তোলেন। কালক্রমে এই আশ্রয় বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরীক্ষা পাসের বা ডিগ্রির প্রথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। একদিন আশ্রমটি বিশ্বভারতীতে পরিণত হলো। এটি রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃজনী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য পরিচয় বহন করে। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মুক্ত ও বাধাহীন পরিবেশে কাজকর্ম, পড়া-শুনা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন। উন্মুক্ত মাঠ, গাছের স্নিগ্ধ, ছায়ায়, আলো-বাতাসের প্রাচুর্যে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। ফলে দেহ মন দুইই সমান ভাবে স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। নিয়ন্ত্রিত পাঠ্যসূচির পরিবর্তে এখানে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও সামর্থানুসারে সহজ সরল পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলার নিয়মনীতিতে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করেন গুরু শিষ্য সম্পর্ক সহজ ও মধুর হওয়া প্রয়োজন। ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে হবে। বিদ্যালয়ের শাসন শৃঙ্খলার ভার ছাত্রদের হাতে দিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাল্যকাল হতেই রবীন্দ্রনাথের মনে মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। তিনি পরবর্তী জীবনে মাতৃভাষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষা শিক্ষার কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন।

ক. ছড়া আবৃত্তি করা;
খ. নানা রকম খেলা ও কাজ;
গ. গল্প শোনা ও গল্প বলা;
ঘ. কবিতা শোনা ও আবৃত্তি করা;
ঙ. অভিনয় ও গান।

রবীন্দ্রনাথ কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় বা পদ্ধতির বিরোধ ছিলেন। তিনি প্রয়োজন ভিত্তিক পাঠ্যক্রমকে সমর্থন করেন। এই জন্য তিনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কাজকে পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীতা স্বীকার করেন। নিম্নশ্রেণি হতে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাধারায় কলাবিদ্যার স্থান দেন। তিনি বিদ্যালয়ে চারু ও কারু শিল্পের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চার সুচারু ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা আবশ্যিক বলে মনে করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের সত্যব্রত, মঙ্গলব্রত, অভয়ব্রত, আনন্দব্রত, পুণ্যব্রত ও ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের জন্য বলেছেন। পাঠ্যক্রমে এ সকল বিষয়ের অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ব্রত

চর্চায় ও পালনে আগ্রহী করে তোলা শিক্ষার কাজ। বরীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীর কয়েকটি বিষয়ে বিকাশের কথা বলেন যা পাঠ্যক্রমে আবশ্যকীয় বিষয় বলে তিনি মনে করেন। যেমন–

১. বাস্তব কাজ, যেমন– বস্তু সংগ্রহ, বৃক্ষরোপণ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদি। এগুলো শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।
২. বৌদ্ধিক কাজ, যেমন– নাটক রচনা, অভিনয়, গল্প বলা ও শোনা, সঙ্গীত ও নৃত্য। এগুলো শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটায় ও চিত্তের বিকাশ ঘটায়।
৪. সামাজিক গঠনমূলক কাজ, যেমন- শুশ্রুষা, ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। এগুলো শিশুকে সামাজিক রূপে গড়ে তোলে।
৫. ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের উপযোগী কাজ, যেমন- বিভিন্ন খেলা, কারুকার্য রচনা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, সাহিত্য রচনা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সুশিক্ষা মানুষকে অভিভুক্ত করে না মুক্তিদান করে এটি কার কথা?
   ক. সক্রেটিস
   খ. প্লেটো
   গ. বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   ঘ. জন ডিউই

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষা শিক্ষার কয়টি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং কী কী?
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ্যক্রমে কী কী বিষয় আবশ্যিক হিসেবে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার বিকাশের জন্য জরুরি বিষয়গুলো কী কী? বর্ণনা করুন।
২. "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন বর্ণনা করুন।